বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.bscic.gov.bd

স্মারক নম্বর- ৩৬.০২.০০০০.০০০.৯৯.৪৮৫.২০/৬৪৪(৩০২)

তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪২৭ / ০৩ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্বাস্থ্য-বিধি প্রতিপালন করে উৎপাদন অব্যাহত রাখা

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক ১৮ দফা নির্দেশনা প্রতিপালন করে বিসিক শিল্পনগরীর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

২. বিসিক শিল্পনগরীর জন্য অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রতিপালন করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, করোনা প্রতিরোধকমূলক পণ্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য এবং ঔষধ সামগ্রীসহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদন আব্যাহত রাখতে হবে;

২. জরুরি সেবায় নিয়োজিত কারখানাছাড়া বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পকারখানাসমূহ ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। গর্ভবতী/অসুস্থ/বয়স ৫৫ উর্দ্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বাড়িতে অবস্থান করে কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বেতন ভাতাদি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

৩. অবকাঠামোগত সুবিধা অনুযায়ী কারখানা ভিতরেই কর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যেসব শিল্পকারখানায় আবাসনের সুবিধা নেই সেসব কারখানার কর্মীগণ যতদুর সম্ভব শিল্পনগরীর আশেপাশে অবস্থান করবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিল্পনগরী/কারখানা প্রবেশ নিশ্চিত করবে;

৪. বিসিক শিল্পনগরীর জন্য অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রোটোকলসমূহ নিয়মিত প্রতিপালন করছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য কারখান পর্যায়ে, শিল্পনগরী পর্যায়ে এবং বিসিক প্রধান কার্যালয় হতে গঠিত কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটি নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পকারখানাসমূহে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি:
১। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক ১৮ দফা নির্দেশনা
২। বিসিক শিল্পনগরীর জন্য অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রোটোকলসমূহ

০৩/০৪/২০২০
(মোঃমোশতাক হাসান এনডিসি)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বিসিক
ফোন:০২-৯৫৬৫৬১২

বিতরণ: (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) **(কার্যার্থে)**

০১। আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী
(বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্বাস্থ্য-বিধি প্রতিপালনের বিষয়টি নিয়মিতভাবে মনিটরিং করে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে তথ্য প্রেরণের জন্য)
০২। বিসিক জেলা কার্যালয় (সকল)
০৩। বিসিক শিল্পনগরী কর্মকর্তা (সকল)

অনুলিপি (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
০১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা
০২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ
০৩। পরিচালক, বিসিক (সকল)
০৪। জেলা প্রশাসক (সকল)
০৫। কেন্দ্রীয় সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিসিক শিল্পনগরী, শিল্প মালিক সমিতি
০৬। আইসিটি সেল প্রধান, বিসিক, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য)
০৭। সভাপতি, শিল্প মালিক সমিতি, বিসিক শিল্পনগরী (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১-১২৪

তারিখ ১৫ চৈত্র ১৪২৭
২৯ মার্চ ২০২১

প্রজ্ঞাপন

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে:

ক) সকল ধরণের জনসমাগম (সামাজিক/ রাজনৈতিক/ ধর্মীয়/ অন্যান্য) সীমিত করতে হবে। উচ্চ সংক্রমণযুক্ত এলাকায় সকল ধরণের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হলো। বিয়ে/ জন্মদিনসহ যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জনসমাগম নিরুৎসাহিত করতে হবে;

খ) মসজিদসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

গ) পর্যটন/ বিনোদন কেন্দ্র/ সিনেমা হল/ থিয়েটার হলে জনসমাগম সীমিত করতে হবে এবং সকল ধরণের মেলা আয়োজন নিরুৎসাহিত করতে হবে;

ঘ) গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং ধারণ ক্ষমতার ৫০ ভাগের অধিক যাত্রী পরিবহন করা যাবে না;

ঙ) সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতে আন্তঃজেলা যান চলাচল সীমিত করতে হবে; প্রয়োজনে বন্ধ রাখতে হবে;

চ) বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের ১৪ দিন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক (হোটেলে নিজ খরচে) কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে;

ছ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খোলা/ উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনপূর্বক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে; ওষুধের দোকানে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে;

জ) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাস্ক পরিধানসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

ঝ) শপিং মলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে;

ঞ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়) ও কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে;

ট) অপ্রয়োজনীয় ঘোরাফেরা/ আড্ডা বন্ধ করতে হবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাত ১০ টার পর বাইরে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;

ঠ) প্রয়োজনে বাইরে গেলে মাস্ক পরিধানসহ সকল ধরণের স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরিধান না করলে কিংবা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ড) করোনায় আক্রান্ত/ করোনার লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদেরও কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে;

ঢ) জরুরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস/ প্রতিষ্ঠান/ শিল্প কারখানাসমূহ ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। গর্ভবতী/ অসুস্থ/ বয়স ৫৫-উর্ধ্ব কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বাড়িতে অবস্থান করে কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ণ) সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা যথাসম্ভব অনলাইনে আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে;

ত) সশরীরে উপস্থিত হতে হয় এমন যে কোন ধরণের গণপরীক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

থ) হোটেল-রেঁস্তোরাসমূহে ধারণ ক্ষমতার ৫০ ভাগের অধিক মানুষের প্রবেশ বারিত করতে হবে;

দ) কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং অবস্থানকালীন সর্বদা বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

(পৃষ্ঠা ১/২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ..... তারিখ .....

০২। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে সারাদেশে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আপাততঃ ০২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

০৩। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১/৩/২১

(ড. আহমদ কায়কাউস)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব

বিতরণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব/ সচিব,..... (সকল)- *[নিজ মন্ত্রণালয়/ বিভাগসহ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ অফিস/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]*
৩. বিভাগীয় কমিশনার,..... (সকল)
৪. জেলা প্রশাসক,..... (সকল)
৫. .....

অনুলিপি:

১. প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালি, ঢাকা
৩. প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৪. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/ সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

করোনা পরিস্থিতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকলসমূহ

১. প্রবেশ প্রটোকল

বিসিক শিল্পনগরীতে প্রবেশ

* বিসিক শিল্পনগরীতে অপরিচিত/শিল্পনগরীর সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিবর্গ এবং যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে;
* শিল্পনগরীতে প্রবেশের সময় মাস্ক পরিধান করে প্রবেশ করতে হবে ;
* অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সংক্রমিত এলাকা থেকে আগত ব্যক্তি ও যানবাহন জীবাণুমুক্ত করে শিল্পনগরীতে প্রবেশ নিশ্চিত করবে।

শিল্প কারখানায় প্রবেশ

* একমুখী ব্যবস্থাপনায় সামাজিক দূরত্ব মেনে কারখানায় প্রবেশ নিশ্চিত করবে;
* কারখানার বাইরে পর্যাপ্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হ্যান্ড ওয়াশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে;
* কর্মীদের স্যান্ডেল/জুতা জীবানুমুক্ত করে কারখানার বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে রাখার ব্যবস্থা করবে;
* থার্মাল স্ক্যানার মাধ্যমে কর্মীদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে;
* প্রতিদিন কারখানায় প্রবেশের পূর্বেই জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া আছে কিনা তা নিশ্চিত হবে;
* লোডিং-আনলোডিং এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকদের অন্যান্য কর্মীদের হতে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করবে;
* কারখানায় প্রবেশের পরপরই গাড়িগুলো জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
* ডেলিভারি যানবাহনের চালকদেরকে তাদের নিজ নিজ যানবাহনে অবস্থান নিশ্চিত করবে;
* কারখানায় প্রবেশের পর কর্মীদেরকে করোনা বিষয়ক সেফটি ব্রিফিং দিবে।

২. জীবানুমুক্তকরণ

* কারখানার প্রবেশপথ, অফিস রুম, মিটিং রুম, বারান্দা, সিড়ি, লিফট, গোডাউন, লোডিং-আনলোডিং স্থান, যানবাহনসহ কারখানার যে জায়গাগুলো বেশি স্পর্শ করা হয় যেমন দরজা-জানালার হাতল, হ্যান্ডরেইল ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে;
* দিন শেষে মেশিনগুলো জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
* প্রত্যেক শিফটের পরপরই কেন্টিনের টেবিল-চেয়ারসহ খাবার এলাকা জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে;
* প্রত্যেকবার টয়লেট ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
* যারা জীবাণুমুক্তকরণের কাজে নিয়োজিত থাকবেন তারা যথাযথভাবে পিপিই, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোভস পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করবেন;
* পিপিই, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোভস যথাযথভাবে বিনষ্ট হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করবে;
* পিপিই সরঞ্জামাদি, সাবান, টয়লেট পেপার, জীবাণুনাশক যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ রাখার বিষয়টি নিশ্চত করবে।

৩. সামাজিক দূরত্ব

* সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা আগে ও পরে কারখানা খোলা ও বন্ধ করতে হবে;
* সর্বক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব নূন্যতম ০৩ (তিন) ফুট বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনার জন্য পোস্টার ব্যবহার করুন অথবা মেঝেতে ০৩ ফুট দূরত্বের নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করুন;
* বিভাগ অনুযায়ী কাজের সময় ভিন্ন করুন;
* বর্তমান পরিস্থিতিতে এক সেকশনের কর্মীকে অন্য সেকশনে বদলি পরিহার করুন;
* শিফটিং এর সময় জীবাণুমুক্তকরণের সুবিধার জন্য ১ ঘন্টা কাজে বিরতি দিন;
* দুপুরের খাবারের জন্য কারখানার ভিতরেই সেকশন অনুযায়ী বিরতি দিয়ে খাবারের স্থান নির্ধারণ করুন;
* কারখানায় মিটিং আয়োজনের পরিবর্তে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মিটিং করার প্রাধান্য দিন;
* কারখানায় প্রবেশ/বাহির হওয়ার জন্য একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে;
* সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে কারখানায় নিয়মিত ফায়ার ড্রিল সম্পন্ন করুন;
* কারখানায় ভিজিটর প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে;
* যদি সুযোগ থাকে কারখানা এলাকার ভিতরেই জনবলের আবাসন ব্যবস্থা করুন যেখানে শারীরিক দূরত্ব (ন্যূনতম তিন ফুট) বজায় রেখে অবস্থান করা যায়। প্রয়োজন বোধে তাবু টাঙানো, মেক শিফট এ আবাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
* আবাসন ব্যবস্থা কারখানা এলাকার সম্ভব না হলে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করুন এবং যাতায়াতের সময় যানবাহনে পারস্পারিক ন্যূনতম তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায়সহ অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ করুন;
* পণ্য পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট ড্রাইভারদেরকে গাড়ির ভিতরেই অবস্থান নিশ্চিত করুন;
* সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে কারখানায় নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।

৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা বিধি

* শ্রমিক ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাবস্থা রাখুন;
* প্রয়োজনমত কর্মীদের পিপিই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোভস সরবরাহ করুন;
* করোনা প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করুন;
* শ্রমিকেরা স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাজ করছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করুন;
* দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখুন;
* অসুস্থ্য ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে আইসোলেশনে রেখে জরুরি ভিত্তিতে নিকটস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানের ব্যবস্থা করুন;
* কোন কর্মীর মধ্যে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন;
* কোন কর্মীর মধ্যে করোনা সংক্রমিত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ অন্যদেরকে করোনা টেস্ট এবং কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করুন;
* কারখানার ভিতরে প্রাকৃতিক বায়ু চলাচলের জন্য এক্সজস্ট ফ্যান চালু রাখতে হবে এবং দিনের আলোর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ছুটি/বেতন ভাতাদি

* কোন শ্রমিকের মধ্যে করোনা উপসর্গ দেখা দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে না এবং সবেতনে ছুটি দেয়া হবে এ বিষয়টি কারখানা মালিকপক্ষ শ্রমিকদেরকে আশ্বস্ত করবে;
* যদি কোন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যের মাঝে করোনা সংক্রমনের উপসর্গ ধরা পড়ে, তবে সেই শ্রমিককে বাসায় থাকার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত করতে হবে;
* শ্রমিকদের মধ্যে যারা উপসর্গ দেখা দেয়ায় সেলফ আইসোলেশনে থাকবেন বলে বাসায় ফিরে গেছেন এবং যাদের পরিবারে কোন সদস্যের মধ্যে উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তাদেরকে সবেতনে ছুটি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন;
* নিয়মিতভাবে শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন ভাতাতি পরিশোধ করুন;
* বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুতর কারণ ব্যতিত শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে চাকরিচ্যুত করা থেকে বিরত থাকুন।

নিয়মিত অনুশীলন করুন

করণীয়

* যথাযথ প্রক্রিয়ায় ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে হাত ধুয়ে নিন অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কার করুন;
* কর্মক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান করুন এবং রুমাল/ টিস্যু সাথে রাখুন;
* যখনই কাঁশি অথবা হাঁচি আসবে, তখনি টিস্যু অথবা বাহু (হাত নয়) ব্যবহার করে মুখ ও নাক ডেকে রাখুন এবং টিস্যু ব্যবহারের পর তা যথাযথ স্থানে ফেলুন পরবর্তীতে আপনার হাত ধুয়ে ফেলুন;
* হাত ব্যবহার না করে কনুই অথবা পা ব্যবহার করে দরজা খুলুন;
* বাড়িতে আলাদাভাবে তোয়ালে, খাওয়ার পাত্র, পানি পানের গ্লাস, বিছানা ইত্যাদি ব্যবহার করুন;
* প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও ঔষধপত্র ২ সপ্তাহের জন্য সংরক্ষণ করুন;
* যেখানেই সম্ভব ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন;
* শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন সুষম খাদ্য গ্রহণসহ পরিমিত ঘুম ও নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন;
* করোনার উপসর্গ দেখা মাত্রই কর্তৃপক্ষকে অবগত করুন এবং কমপক্ষে ১৪ দিন বাসায় অবস্থান নিশ্চিত করুন;

বর্জনীয়

* হাত না ধুয়ে চোখে, নাকে ও মুখে হাত দেয়া যাবেনা;
* করমর্দন বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন;
* অন্যের ব্যবহার্য জিনিস স্পর্শ করা যাবে না;
* কারখানার ভিতর বা বাহিরে সভা সমাবেশ করা থেকে বিরত থাকুন;
* কারখানার ভিতর বা বাহিরে অযথা আড্ডা দেয়া যাবেনা;
* যদি আপনি অথবা আপনার পরিবারের কোন সদস্যের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপসর্গ (জ্বর ও স্থায়ী শুকনা কাঁশি) দেখা যায়, তাহলে আপনি কাজে আসবেন না এবং উর্ধ্বতন কাউকে জানিয়ে রাখবেন। একান্ত প্রয়োজন না হলে বাসা থেকে বের হবেন না এবং অতিথিদের বাসায় প্রবেশের অনুমতি দিবেন না।

৬. মনিটরিং

* করোনাকালীন সময়ে কারখানাসমূহ নিয়মিত উপরোক্ত গাইডলাইন মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে:

ক. শিল্প নগরী পর্যায়ে- বিসিক জেলা প্রধান/শিল্পনগরী কর্মকর্তার নেতৃত্বে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি, বিসিক শিল্পমালিক সমিতি, চেম্বার, নাসিব/শ্রমিক প্রতিনিধিসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে;

খ. কারখানা পর্যায়ে- বৃহৎ শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে শিল্পমালিকগণ নিজ উদ্যোগে মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট বিসিক শিল্প নগরীর প্রতিনিধি ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করবে;

গ. বিসিক প্রধান কার্যালয়ে করোনা প্রতিরোধে দায়িত্বরত বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, শিল্প-বাণিজ্য এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করবে;

* শিল্পনগরী কর্মকর্তা ও বর্ণিত মনিটরিং কমিটি (প্রযোজ্য মতে) সার্বক্ষণিক শিল্পমালিক/শিল্পমালিক সমিতির প্রতিনিধি, শ্রমিক প্রতিনিধি, পুলিশ/শিল্পপুলিশ, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগসহ জেলা প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত রাখবেন এবং নিয়মিত তথ্য/প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;

* শিল্পনগরী কর্মকর্তা শিল্পনগরীর মূল ফটকে নভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক ব্যানার স্থাপনসহ মালিক সমিতির সহায়তায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করবে এবং ব্যানারে জরুরি যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ও ব্যক্তিবর্গের নাম/ফোন নং প্রদান করবে;

* WHO, ILO, শিল্পমন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়, ও শ্রমমন্ত্রণালয়সহ সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা শিল্পনগরী কর্মকর্তা বিসিক শিল্পমালিক সমিতির মাধ্যমে শিল্পমালিকদের অবহিত করবেন;

* শিল্পনগরী কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে শিল্পনগরীর শিল্পইউনিট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)